

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৩ মার্চ, ২০২৫, মুসলিম উম্মাহ্'র গৌরবময় খিলাফত ধ্বংসের ১০১ বছর

এই প্রেক্ষাপটে, হিব্বুত তাহরীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, আগামী ৭ মার্চ, ২০২৫, রোজ শুক্রবার, বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট-এ নব্বয়তের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবীতে “মার্চ ফর খিলাফত” র্যালিতে (rally) ইসলামপ্রিয় জনগণকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে

৩ মার্চ, ১৯২৪ (২৮ রজব, ১৩৪২ হিজরী) কাফির উপনিবেশবাদী ব্রিটেনের চক্রান্তে তাদের দালাল কামাল পাশা উসমানীয়া খিলাফত বিলুপ্ত ঘোষণা করে। বিগত ১০১ বছর মুসলিম উম্মাহ্ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানের পরিবর্তে পশ্চিমাদের কুফর ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “...যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার কাঁধে খলিফার বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) নেই - তবে তার মৃত্যু হচ্ছে জাহেলীয়াতের মৃত্যু” (সহীহ মুসলিম)। খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে শারী'আহ অনুযায়ী জীবনযাপন করা মুসলিম উম্মাহ্'র উপর ফরয দায়িত্ব। আল্লাহ ﷻ বলেন, “আর আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করুন তা দিয়ে যা আল্লাহ নাখিল করেছেন এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না” [আল-মায়িদাহ: ৪৮]। তাই খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয দায়িত্ব।

খলিফার অনুপস্থিতিতে গৌরবময় মুসলিম উম্মাহ্ আজ অভিভাবকহীন অবস্থায় পঞ্চাশটিরও অধিক জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত এবং পশ্চিমা কাফির উপনিবেশবাদীদের দালাল শাসকেরা মুসলিম উম্মাহ্'র ঘাড়ে চেপে আছে, ফিলিস্তিনের পবিত্রভূমি ও আল-আকসা মসজিদ অভিশপ্ত ইহুদিগোষ্ঠী দ্বারা দখলকৃত, ফিলিস্তিন-কাশ্মীর-রোহিঙ্গা মুসলিমসহ সর্বত্র মুসলিমগণ রক্তাক্ত, মুসলিমদের ঈমান-আক্বিদা-মর্যাদা ভুলটিষ্ঠ, এবং সম্পদ ও সার্বভৌমত্ব লুপ্ত। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “নিশ্চয়ই ইমাম (খলিফা) হলেন একটি ঢাল যার অধীনে তোমরা যুদ্ধ কর এবং যার সাহায্যে নিজেদের রক্ষা কর” (সহীহ মুসলিম)।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ ﷻ বলেন, “তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানব জাতির জন্য। তোমরা সং কাজে আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্'র উপর দৃঢ় ঈমান রাখবে” [সূরা আলি-ইমরানঃ ১১০]। তাই নেতৃত্বশীল রাষ্ট্র খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যুলুম থেকে মুক্ত করে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসাও মুসলিম উম্মাহ্'র দায়িত্ব।

হে ইসলাম প্রিয় দেশবাসী! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “...তারপর যুলুমের শাসনের অবসান হবে, অতঃপর আবারও ফিরে আসবে খিলাফত-নব্বয়তের আদলে” (হাদিসঃ মুসনাদে আহমদ)। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই সুসংবাদ আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, যা বাস্তবায়ন হতে বাধ্য। কিন্তু তা আসমান থেকে ফেরেস্তা এসে বাস্তবায়ন করবে না, বরং আপনাদের প্রচেষ্টাকে আল্লাহ ﷻ ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করবেন। আপনারা জানেন, হিব্বুত তাহরীর-এর আমির শেখ আতা বিন খলিল আবু আর-রাশতা-এর নেতৃত্বে হিব্বুত তাহরীর খিলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহ্-কে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রতিটি মুসলিম দেশে এবং মার্কিন-বৃটেন-ভারতসহ অমুসলিম দেশসমূহে কাজ করছে। হিব্বুত তাহরীর মুসলিম দেশসমূহের সামরিক বাহিনীতে কর্মরত নিষ্ঠাবান অফিসারদের নিকট নুসরাহ্ (ক্ষমতা) প্রদানের আহ্বান জানিয়ে আসছে এবং সামরিক অফিসারগণও এই আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন। নব্বয়তের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দাবীকে জোরালো করতে আগামী ৭ মার্চ, ২০২৫, বাদ জুমা, বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে দলে দলে যোগদান করে আপনাদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করুন।

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সেই আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তোমাদের এমনকিছুর দিকে আহ্বান করা হয় যা

তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চারণ করে” [সূরা আল-আনফাল: ২৪]।

হিব্বুত তাহরীর / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিস